Date of Publication : 1st February, 2013 **Price : Rs. 2**

VOL-2, Issue 11 *Postal Registration No. : KOL RMS/42/2013-2015*
For circulation to Subscribers only RNI No.-WBBIL/2011/38613

ব্রাহ্ম সম্মিলন বার্তা

ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ

১-এ, ডাঃ রাজেন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০
Brahmo Sammilan Barta ❑ Brahmo Sammilan Samaj

দ্বিতীয় বর্ষ ঃ একাদশ সংখ্যা ফেব্রুয়ারী ২০১৩ মাঘ-ফাল্গুন ১৪১৯

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

এ মাসের নিবেদন	— ১
প্রয়াত সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	— ২
স্মরণিকা	— ৩
সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ	— ৪
২০১৩ মার্চ মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার আংশিক কার্যসূচী	— ৪
শোক সংবাদ	— ৪
Veteran Bhahmo W. H. Puttiah Passess Away	— ৫
পারিবারিক ও অন্যান্য অনুষ্ঠান	— ৫
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	— ৫
বিশেষ আবেদন	— ৬

সমাজ কার্যালয়ে [illegible] ঃ
প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬-৩০টা থেকে ৮-৩০টা
Telephone No. (033)6450-0915
email :sammilanbarta@gmail.com

এ মাসের নিবেদন

"উঠে সজনে প্রান্তরে লোক-লোকান্তরে যশোগাথা কত ছন্দে হে"— বিগত মাসটির কয়েকটি দিন ধরে আমরা উৎসব প্রাঙ্গণে কত আনন্দে সমবেত হয়েছিলাম — তারই রেশ নিয়ে এই মাসটিতেও আমরা বিভিন্ন জায়গায় উৎসব পালন করছি। একটি বছর ধরে কত প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে, আনন্দে-হতাশায় মিলনে -বিচ্ছেদে কেটেছিল দিনগুলি। সেই সব হারানো আর ফিরে পাওয়ার ব্যথা-বেদনা আর আনন্দ উচ্ছ্বাসের সবটুকু নিয়ে এসেছিলাম উৎসব দেবতার চরণে নিবেদন করবো বলে। উৎসবের আনন্দে অবগাহন করে মৃতপ্রায় দৈনন্দিন ব্যবহারে জীর্ণ জীবনগুলিতে অমৃতের রসবারিসিঞ্চন করতে পারলাম কিনা আগামী দিনগুলিই তার সাক্ষ্য দেবে।

কিন্তু আজকে আমরা এই কথাটি ভেবে দেখতে চাই যে, মাঘোৎসবের উৎসবের তাৎপর্যটি কি আমরা ঠিক ভাবে অনুধাবন করতে পেরেছি? আমরা অনেকেই মনে করি যে এই দিনে ব্রাহ্ম সমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তাই প্রতি বছর ১১ই মাঘের এই দিনটিকে ঘিরে আমরা উৎসব করি। কিন্তু বাইরের একটি ঘটনাকে বড়ো করে দেখলেই কিন্তু মাঘোৎসবকে সম্পূর্ণভাবে বোঝা যাবে না। ব্রহ্ম কি ঐ দিনেই আবির্ভূত হয়েছিলেন? তার আগে কি তিনি ছিলেন না? তাতো নয় — যিনি চিরদিনের দেবতা, তাঁকে সত্যরূপে যারা অনুভব করেছিলেন, তাঁরা ঐ দিনে একত্রে মণ্ডলীগতভাবে সেই সত্যস্বরূপের পূজার জন্য মন্দিরের দ্বার খুলেছিলেন। যে দেশের সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের ধ্যানে সেই পরমদেবতার স্বরূপ চিরভাস্বর ছিল, সেই দেশের মানুষেরাই পরবর্তীকালে সত্যকে ভুলে অসত্যের পূজায় মেতে উঠেছিল। সত্যাগ্নি কিন্তু নিভে যায়নি — ছাই চাপা হয়ে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল — রাজর্ষি রামমোহনের আশ্রয়ে সেই

সত্যাগ্নি আবার জ্বলে উঠেছিল। ১১ই মাঘের পুণ্য দিবসে সেই সত্যস্বরূপের পূজার ভিত্তি পুনরায় স্থাপিত হয়। তাই এই উৎসব যেন হারানিধি ফিরে পাবার উৎসব।

কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে আমরা আজও কি সেই হারানিধিটিকে যথাযথ মর্যাদায় রক্ষা করতে পারছি? শুধুমাত্র ব্রাহ্মপরিবারে জন্মালেই অথবা ব্রাহ্মসমাজের খাতায় সদস্য হিসাবে নাম নথিভুক্ত হলেই অথবা নিয়মিত চাঁদা দিয়ে উপাসনা মন্দিরে যাতায়াত করলেই কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্ম হওয়া যায় না। আমরা যদি সত্যের যথার্থ উপাসক হতে পারি তবেই আমরা ব্রহ্মনামের যোগ্য হবো। ১১ই মাঘ আসে আমাদের এই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে। চিত্তে নাড়া দিয়ে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিতে — স্মরণ করিয়ে দিতে যে আমরা ব্রাহ্ম — কারণ আমরা সত্যের উপাসক।

"মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য, খুঁজিব সত্যধন
জয় জয় সত্যের জয়।"

— ডঃ মধুশ্রী ঘোষ

আমার দেখা
প্রয়াত সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ব্রাহ্ম সমাজ ও ধর্ম্মজীবনে প্রবেশ — সুধীরচন্দ্রের পিতা ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইবার পর ব্রাহ্মসম্মিলন সমাজে যুক্ত হইয়া পড়েন। পুত্র সুধীরচন্দ্রকে হাত ধরিয়া সমাজে লইয়া আসিলেন ও সকলের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। সেই থেকে সুধীরচন্দ্র মনেপ্রাণে এই সমাজের সহিত যুক্ত হইলেন ও সমাজের সেবায় প্রাণমন ঢালিয়া দিলেন। পিতা নরেন্দ্রনাথের মৃত্যুকালে পুত্র সুধীরচন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "কোটি তোমার জন্য কিছু রাখিয়া যাইতে পারিলাম না। তুমি কেবল ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিও।" তাহার উত্তরে সুধীরচন্দ্র তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন "বাবা তুমি আমায় ঈশ্বরের সহিত পরিচয় করাইয়া তাঁহার প্রতি বিশ্বাস রাখিতে বলিয়াছ, ইহাই আমার কাছে অমূল্য সম্পদ"। সুধীরচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া পিতা মৃত্যুকালে পরম তৃপ্তির হাসি হাসিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই সুধীরচন্দ্র ঐ অমূল্য সম্পদ প্রাণপণ শক্তিতে আগলে রাখিয়াছিলেন।

ব্রাহ্ম সমাজের কাজ আরম্ভ — নিজেকে ঐ সময় হইতেই সমাজের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করিলেন। সমাজের সামান্যতম কাজও তাঁহার নিকট আবশ্যিক ছিল ও তাহার জন্য তিনি সদাসর্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি ধাপে ধাপে সাধারণ কর্ম্মী, কার্য্যনির্বাহক সমিতির সভ্য, সহ-সম্পাদক, সম্পাদক ও পরিশেষে স্থায়ী প্রধান আচার্য্যের পদে বৃত হইয়াছিলেন। সমাজের বিভিন্ন কাজ তিনি নিজের কাঁধে লইতেন ও সুষ্টুভাবে সম্পন্ন করিতেন। ইহাতে তাঁহার কোন প্রকার সংকোচ বা লজ্জা ছিল না।

সমাজের বিভিন্ন কাজে অর্থসংগ্রহ ছিল এক প্রধান সমস্যা। সুধীরচন্দ্র এ দায়িত্ব বেশীরভাগ সময়েই নিজের কাঁধে লইয়া ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে সভ্যসভ্যাগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া, পারিবারিক উপাসনার শেষে সাহায্যের আবেদন রাখিয়া ও মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা ও উৎসবে উপাসনার শেষে আবেদন রাখিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার এই সকল আবেদন যাদুমন্ত্রের মত কাজ করিত। সেই কারণে নূতন করিয়া মন্দিরের ছাদ নির্মাণ করিবার জন্য, আচার্য্য সতীশচন্দ্র মেমোরিয়াল হল নির্ম্মাণের জন্য ও দুর্ভিক্ষের সময় লঙ্গরখানা খুলিবার জন্য অর্থসংগ্রহ করা সমাজ কতৃপক্ষের নিকট কঠিন হয় নাই। সমাজ রক্ষা ও উন্নতির জন্য এই সকল প্রচেষ্টা তাঁহার একান্তই নিজস্ব।

মন্দিরে প্রতি রবিবার সাপ্তাহিক উপাসনায় উপস্থিতি তাঁহার কাছে বাধ্যতামূলক ছিল। একান্ত শয্যাশায়ী না হইলে তাঁহাকে মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনায় কখনও অনুপস্থিত দেখা যাইতনা। সময়জ্ঞানও ছিল দেখিবার মত, শিখিবার মত। রবিবার আসিলেই সকাল থেকেই ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন, সংসারের যাবতীয় কাজ সারিয়া কখন মন্দিরে যাইয়া উপাসনায় যোগ দিবেন বা আচার্যের আসনে বসিবেন কিংবা সঙ্গীত করিয়া আচার্যকে সাহায্য করিবেন। ইহার কোন ব্যতিক্রম ছিল না। ঝড় জল উপেক্ষা করিয়াও মন্দিরে যাওয়া চাই। এর জন্য বাড়িতে হয়তো কিছু কিছু অশান্তি হইত। সুধীরচন্দ্র তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করিয়া বলিতেন, "সম্মিলন সমাজ আমার দ্বিতীয় প্রিয়বাড়ী"। সারা সপ্তাহ নিজের বাড়ীর সকল কর্ত্তব্য পালন করিয়া সপ্তাহে তো একটিদিন আমার দ্বিতীয় প্রিয় বাড়ীটাতে যাই। এ কাজে তোমরা কেহ বাধা দিওনা"। রবিবার নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্বেই মন্দিরে পৌছাইয়া দেখিলেন জলঝড়ে আচার্য ও গায়ক কেহই আসিতে পারে নাই। উপাসনার সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আচার্য্যের আসনে বসিয়া উপাসনা করিতেন ও সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতও করিতেন। চোখ খুলিয়া দেখিতেন মন্দিরে কোন শ্রোতা নাই বা মাত্র দুএকজন আছেন। ইহাতে তিনি বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া নিজের দায়িত্ব পালন করিয়া যাইতেন। অবশ্য সকলের নিকট সব সময়েই মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগ দেবার জন্য আবেদন রাখিতেন। মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা তাঁহার কাছে প্রাণ ছিল। সাপ্তাহিক উপাসনার দিন অর্থাৎ রবিবার কাহাকেও পারবারিক অনুষ্ঠানের উৎসাহ দিতেন না এবং নিজেও ঐদিন পারিবারিক অনুষ্ঠানে আচার্য্যের-ভার গ্রহণ না করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। এর থেকেই বোঝা যায় মন্দির ও মন্দিরের সাপ্তাহিক উপাসনা তাঁহার নিকট কত প্রিয়, কত আবশ্যিক ছিল।

সমাজের উন্নতিকল্পে পুস্তিকা রচনা — মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা কি করিয়া আরো বেশী আকর্ষণীয়, হৃদয়গ্রাহী করা যায় সে সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেন। চিন্তার ফলস্বরূপ তাঁহার নানা রচনাই সাক্ষী হিসাবে কাজ করিতেছে। ব্রাহ্ম সমাজের মহান নেতাদের নিয়ে কতকথা রচনা, সুরারোপ ও সঙ্গীতের মাধ্যমে পরিবেশন তাঁহার চিন্তার ফসল। তাঁহার আন্তরিকতার নিকট কোনও প্রকার বিরূপ ও বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য স্থান পাইত না।

সমাজের উন্নতির জন্য চিন্তার আরোও ফসল তাঁহার রচিত কয়েকটি পুস্তিকায় দেখা যায়। তাঁহার রচিত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত "স্মৃতি-তীর্থ-ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ", "শ্রদ্ধাঞ্জলি" এবং "ব্রহ্মসঙ্গীত ও কীর্ত্তন" এখনও সাক্ষ্য দিতেছে। এই পুস্তিকাগুলি একদিকে উপাসনার পথে সহায়ক, অপরদিকে ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমাজের নানান কল্যাণমূলক কাজের সহায়ক। ইহাতেই বোঝা যায় তিনি সমাজের বিষয় কত গভীর ভাবে চিন্তা করিতেন।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীশরদিন্দুমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

—ঃ স্মরণিকা ঃ—

মরণ সাগর পারে তোমরা অমর তোমাদের স্মরি

১লা ফেব্রুয়ারী (১৯০০) — আচার্য ননীভূষণ দাসগুপ্তের ১১৩ তম জন্মদিবস।
২রা ফেব্রুয়ারী (১৮২২) — সোফিয়া ডব্‌সন্ কলেটের ১৯১ তম জন্মদিবস।
৬ই ফেব্রুয়ারী (১৮১১) — ডঃ কালিদাস নাগের ১২২ তম জন্মদিবস।
১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৬) — রজনীকান্ত দাসের ৫৭ তম তিরোধান দিবস।
১৭ই ফেব্রুয়ারী (১৮৯৯) — কবি জীবনানন্দ দাশের ১১৪ তম জন্মদিবস।
১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৭৮৬) — পন্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের ২২৭ তম জন্মদিবস
১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৮৩৬) — শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৭৭ তম জন্মদিবস।

—ঃ ২০১৩ ফেব্রুয়ারী মাসের সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ ঃ—

রবিবার ৩রা ফেব্রুয়ারী ২০১৩	—	আচার্য	- ডাঃ শুচিতা দেব
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		স্মরণ	- **আচার্য্য ননীভূষণ দাসগুপ্ত**
		সঙ্গীত	- শ্রীমতী রুবী মজুমদার
রবিবার ১০ই ফেব্রুয়ারী ২০১৩	—	আচার্য	- শ্রীসিদ্ধার্থ ব্রহ্মচারী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	- ব্রাহ্মযুব ও ভক্তজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী
রবিবার ১৭ই ফেব্রুয়ারী ২০১৩	—	আচার্য	- শ্রীমতী সুনন্দা চ্যাটার্জী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		স্মরণ	- **পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ**
		সঙ্গীত	- শ্রীমতী কমলিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ সাহা
রবিবার ২৪শে ফেব্রুয়ারী ২০১৩	—	আচার্য	- শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	- শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

২০১৩ মার্চ মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার আংশিক কার্যসূচী ঃ—

রবিবার ৩রা মার্চ ২০১৩	—	আচার্য	- শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	- শ্রীমতী মাধবী তালুকদার ও শ্রীমতী অভিনন্দা তলুকদার
রবিবার ১০ই মার্চ ২০১৩	—	আচার্য	- শ্রীমতী সুজাতা ব্যানার্জী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	- ব্রাহ্ম যুব ও ভক্তজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

—ঃ শোক সংবাদ ঃ—

বিগত ৫ই জানুয়ারী ২০১৩ ব্রহ্মর্ষি শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী, প্রায়াতা অমিতা সাহা ও প্রয়াত ভূপেন্দ্রনাথ সাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা, প্রয়াত অরণি ব্যানার্জীর পত্নী শ্রীমতী মঞ্জিরা ব্যানার্জী ৮৮ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ১৬ই জানুয়ারী ২০১৩ প্রয়াত রমনীরঞ্জন চক্রবর্তী ও প্রয়াতা কামিনী চক্রবর্তীর কন্যা, শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী ও শ্রীমতী রীণা দোলন গঙ্গোপাধ্যায়ের মাতা শ্রীমতী মাধুরী বন্দ্যোপাধ্যায় ৭২ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ২০শে জানুয়ারী ২০১৩ প্রয়াত জগতমোহন চট্টোপাধ্যায় ও প্রয়াতা লাবণ্য চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা, প্রয়াত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ও প্রয়াতা লীলা মৈত্রের পুত্রবধূ, প্রয়াত সত্যেন্দ্রনাথ মৈত্রের পত্নী এবং শ্রীমতী অন্তরা ম্যাডান, শ্রীমতী উত্তরা ব্যানার্জী ও শ্রীমতী রীতা তিওয়ারীর মাতা শ্রীমতী সুনন্দা মৈত্র ৮৮ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ২৬শে জানুয়ারী ২০১৩ প্রয়াত নীহার কুমার সেন ও প্রয়াতা সুকৃতি সেনের পুত্র, শ্রীমতী প্রতীতি সেনের স্বামী ও শ্রীউদিত সেন ও শ্রী রঞ্জিত সেনের পিতা শ্রীসুভদ্র সেন ৭৪ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ২৮শে জানুয়ারী ২০১৩ ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজের কেয়ারটেকার শ্রীরামেশ্বর সিং এর পুত্র শ্রীবিকেশ সিং ২২ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন।

VETERAN BRAHMO W. H. PUTTIAH PASSESS AWAY

Gandhian Social Worker, Freedom Fighter and Veteran Brahmo Shri W. H. Puttiah passed away on Wednesday the 26th September 2012 after a brief illness. He was 89.

Born in 1923, he took active part in the Quit India Movement in 1942 along with his brother late W. H. Hanumanthappa (Junior).

He founded the Wooday foundation in 1983 to promote education and health in rural areas. He was actively associated with the Gandhi Peace Foundation, Bangalore Brahmo Samaj and several educational institutions as a leading member or office-bearer.

—ঃ পারিবারিক / অন্যান্য অনুষ্ঠান ঃ—

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ঃ

বিগত ৩০শে জানুয়ারী ২০১৩, সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে সাউথ সিটি গার্ডেন্স-এ প্রয়াতা সুনন্দা মৈত্রের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রী অনিরুদ্ধ রক্ষিত ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীদেবাশীষ রায়চৌধুরী ও শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী রীতা তেওয়ারী, ভাগিনেয় শ্রীঅনীক পালচৌধুরী এবং দৌহিত্রী শ্রীমতী রণিতা।

সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ ঃ

বিগত জানুয়ারী ২০১৩, সাপ্তাহিক উপাসনায় প্রথম ও দ্বিতীয় রবিবার যথাক্রমে শ্রীসিদ্ধার্থ ব্রহ্মচারী ও শ্রীতপোব্রত ব্রহ্মচারী আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রথম রবিবার শ্রীমতী রুবী মজুমদার, দ্বিতীয় রবিবার সর্বশ্রী/শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী দাস, রীতা চক্রবর্তী, অনুরমা ভট্টাচার্য্য, অনুলেখা ব্যানার্জী, মধুশ্রী ব্যানার্জী, উদিতা রায়, নুপুর নন্দী, শ্যামলী সেনগুপ্ত, শর্মিলা সেনগুপ্ত, শর্মিলা দে, খুকু রায়, সুস্মিতা নাথ, মৌসুমী চ্যাটার্জী, কাকলী দাস, অনিন্দিতা দাশগুপ্ত অনিন্দিতা সেন, সন্দীপন দত্ত, অভীক ঘোষ, উজ্জ্বল ব্যানার্জী, উৎসব দাস, সৈকত শেখরেশ্বর রায়

সঙ্গত সভা ঃ

বিগত ২৩শে ডিসেম্বর ২০১২ এবং ১৩ই জানুয়ারী ২০১৩ ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজের সভাকক্ষে শ্রীসঞ্জীব মুখার্জির পরিচালনায় সঙ্গত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

—ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

সাধারণ ফণ্ড ঃ শ্রীপ্রণব রায় — ৫০০ টাকা (র/নং ১৬১০); শ্রীআশিষ পারিখ — ৪০০০ টাকা (র/নং ১৬১৭)।

সমাজের কেয়ারটেকার শ্রীরামেশ্বর সিং (সিংজীর) পুত্র শ্রীবিকাশ সিং-এর চিকিৎসার্থে (Kidney Failure) দান ঃ শ্রীবিতান বোস — ৫০ টাকা (র/নং ১৬০৭); শ্রীঅনুপম চ্যাটার্জী — ৫০০ টাকা (র/নং ১৬০৮); লেঃ কঃ ডাঃ এস. কে. মিত্র — ৫০০ টাকা (র/নং ১৬০৯); ডাঃ শুচিতা দেব — ৫০০ টাকা (র/নং ১৬১৩); শ্রীমতী ভাস্বতী বাসু — ১০০ টাকা (র/নং ১৬১৪); শ্রীসুজিত সেন — ১৫০ টাকা (র/নং ১৬১৬);

আনন্দমেলা (২০১৩) ফণ্ড ঃ শ্রীপ্রসূন রায় ও শ্রীমতী পারুল রায় — ৫০০ টাকা (র/নং ১৬১৫)।

মাঘোৎসবে দান ঃ শ্রীপ্রসূন রায় —৫০০ টাকা (র/নং ২৭৪২); শ্রীমতী অলকা সমাদ্দার —১০০০ টাকা (র/নং ১৬০৬)। শ্রীমতী রীতা বিশ্বাস (পুষ্পসজ্জা বাবদ) — ৪০০০ টাকা (র/নং ১৬০১); শ্রীগৌতম সরকার — ১৫০০ টাকা (র/নং ১৬০২); শ্রীমতী রেবা চ্যাটার্জী (পুষ্পসজ্জা বাবদ) — ১০০০ টাকা (র/নং ১৬০৩)।

মেমোরিয়াল বিল্ডিং রিপেয়ার ফণ্ড ঃ জনৈক শুভানুধ্যায়ী (প্রয়াত প্রভঞ্জন সেনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে) — ৬৫০ টাকা (র/নং ২৭৪৩);

ট্রাষ্ট ফণ্ডে সংযোজন ঃ নবেন্দুসুন্দর পান্না ব্যানার্জী ট্রাষ্ট ফণ্ড ঃ শ্রীমতী শ্রীলতা গুপ্ত ও ডঃ শুচিতা দেব (প্রয়াতা মাতা পান্না ব্যানার্জীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে) — ১০০০ টাকা (র/নং ২৭৪৪);

ট্রাষ্ট ফণ্ডে সংযোজন ঃ ললিতা রায় মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট ফণ্ড ঃ শ্রীমতী শুক্লা মিত্র (প্রয়াত মাতা ললিতা রায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে) — ৫০০ টাকা (র/নং ১৬০৫);

দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয় ফণ্ড ঃ শ্রীমতী শুক্লা মিত্র — ৫০০ টাকা (র/নং ১৬০৫)।

১৮৩ তম মাঘোৎসব স্মারকগ্রন্থ বিজ্ঞাপন ঃ M/s. Ambassador Import & Export Co. (Ordinary Half Page) — Rs. 1000/- (R/No. 2745); M/s. Diamond Beverages (P) Ltd. (Inside Back Cover) — Rs. 4500/- (R/No. 2894); M/s. Washabari Tea Co. (P) Ltd. (Ordinary Full Page) — Rs.2000/- (R/No. 2896); Smt. Chitralekha Mukhopadhya & Smt. Anuradha Mukhopadhya (Ordinary half Page) — Rs. 1000/- (R/No. 2897); M/s. Corporate Monitor (Ordinary Full Page) — Rs. 2000/- (R/No. 2898); Sri Jeet Das Gupta (Inside front Cover) — Rs. 5000/- (R/No. 2895) ডঃ রাজশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় (Ordinary Half Page) — Rs. 1000/- (R/No. 1611); M/s. S. B. Optics (Ordinary Quarter Page) – Rs. 800/- (R/No. 1612).

এই সকল সহৃদয় দান ও সাহায্যের জন্য আমরা সকল দাতাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই সকল দান সার্থক হোক।

—।। বিশেষ আবেদন ।।—

।। ভবানীপুর চ্যারিটেবল হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল ।।

ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজের অন্তর্গত এই জনকল্যাণমূলক সংস্থাটি দীর্ঘ ৬৬ বছর ধরে অতি নিষ্ঠার সঙ্গে দুঃস্থ, অসুস্থ, পীড়িত মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ বিতরণ করে আসছে। সমাজের সহানুভূতিশীল সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক সাহায্য ও চিকিৎসালয়ের সদস্যদের চাঁদা ও আনুকূল্যে এই সেবার কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। এর সেবা কার্য আরো উন্নত করা ও বেশি মানুষের মধ্যে আরো প্রসারিত করার সময় এসেছে। বর্তমানে অর্থাভাবে এর পরিচালন কার্য বিঘ্নিত হচ্ছে। অবিলম্বে আপনাদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য প্রয়োজন।

কালের নিয়মে এখন প্রবক্তারা অনেকেই প্রয়াত তাই এই কাজের দায়িত্ব নতুনদের নিতে হবে। সকল সহৃদয় মানুষের কাছে বিশেষ করে নবীনদের কাছে এই প্রতিষ্ঠানটির সদস্যপদ গ্রহণ করে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্য আহবান জানাই।

বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে ১লা এপ্রিল ২০০৬ থেকে এর বার্ষিক চাঁদা বর্দ্ধিত করে ৫০্ টাকা এবং এককালীন ন্যূনতন ৫০০ টাকা (সদস্যের নিজস্ব চাঁদা তহবিল (MOS Fund) করা হয়েছে। যাঁরা ৩০০্ টাকা দিয়ে MOS Fund খুলেছিলেন তাঁরা আরো ২০০্ টাকা বা তার অধিক দিয়ে এই ফণ্ডটি বর্দ্ধিত করতে পারেন।

আমরা সকল সদস্য এবং শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে সক্রিয় সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

শ্রীসন্দীপ কুমার বসু	শ্রীমতী সুনন্দা দাস	শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত
কোষাধ্যক্ষ	সভাপতি	সম্পাদিকা

Brahmo Sammilan Barta will be available on Samaj Website.

Look out for Samaj site : www.thebrahmosamaj.org/samajes/sammilan.html

লেখক-লেখিকার নিজস্ব মতামতের জন্য সমাজ ও সম্পাদক-মণ্ডলী কোনক্রমে দায়ী নহেন।

Printed and Published by Sri Prabir Ranjan Das Gupta on behalf of Brahmo Sammilan Samaj, Published from 1A, Dr Rajendra Road, Kolkata-700 020 and Printed at Bhowanipur Art Press, 80, Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700 025. Editor : Dr. Madhusree Ghosh.